০৭-০৬-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- সাইলেন্সের আধারে তোমরা এই বিশ্বে এক ধর্ম, এক রাজ্যের স্থাপনা করো -- এ হলো সাইলেন্সের শক্তি"

প্রশ্ন :- সমগ্র দুনিয়া কীভাবে নিজেদের অভিশাপ দেয় আর তোমরা বাচ্চারা কীভাবে দাও ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ দুনিয়া ভগবানকে সর্বব্যাপী বলে দিয়ে নিজেদের অভিশপ্ত করে আর বাচ্চারা যদি বাবা - বাবা বলে তারপর কাম অগ্নিতে নিজেকে ভস্ম করে, তখন অভিশপ্ত হয়ে যায় । মায়ার থাপ্পড় লেগে যায় । বাবা বলেন -- হে মিষ্টি আদরের বাচ্চারা, এখন সতোপ্রধান হও, ভস্মাসুর নয় ।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে যে আমরা এখন অন্ধকার থেকে আলোতে যাচ্ছি । চন্দ্রমার রশ্মি হল - যেমন সুক্ষ্ম বতন । সূর্য যখন উদিত হয় তখন তার উষ্ণতার অনুভব হয় । চন্দ্রমা শীতলতা প্রদান করে । এখন এই লাইট তো এই চোখে দেখা যায় । আত্মারও চোখ আছে । আত্মার আছে বুদ্ধির চোখ । আত্মা জানে যে -- বরাবর এখন আমরা বেহদের বাবাকেও জানি আর এই চোখের দ্বারা ব্রহ্মার রথ যাঁর মধ্যে শিববাবা প্রবেশ করেন, তাঁকেও জানি । বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই পরিচয় হয়েছে । এই পরিচয় তখনই হয়, যখন সম্মুখে পাওয়া যায় । নন্দীগণ, ভাগীরথ -- বলা হয় । নন্দীগণ সবসময় ষাঁড়কে দেখানো হয় । ভাগীরথ মানুষকে দেখানো হয় । এক শঙ্করের চিত্র দেখানো হয়, মানুষ মনে করে তাঁর থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছে । এ তো জলের গঙ্গা নয় । এ কথা এখন তোমরা জেনে গেছো । এখন তোমাদের ব্রাহ্মণদের সমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান আছে । সমস্ত বেদ - গ্রন্থ - উপনিষদের সার তোমরা বুঝিয়ে বলতে পারো । কোনো - কোনো বাচ্চারা যারা কখনোই কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েও নি বা শোনে নি । তারা কিন্তু সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সারকে বুঝতে পারছে । অশিক্ষিতরা শিক্ষিতদের থেকেও তীক্ষ্ণ হয়ে যায় । শিক্ষিতরা অশিক্ষিতদের সামনে মাথা নত করবে । না হলে অশিক্ষিতরাই তো শিক্ষিতদের সামনে মাথা নত করে । এখানে তো এ আশ্চর্যের, তাই না । কিছু না পড়েও সবাই বেদ, শাস্ত্র, ধর্ম, ভক্তিমার্গের কর্মকান্ডকে জানে । মানুষ বাণপ্রস্থ অবস্থায় গুরু করে তারপর সেই গুরু তাদের শাস্ত্র ইত্যাদি শোনান । তারা মনে করে এর থেকে পরমাত্মার কাছে যাওয়ার পথ পাওয়া যায় । যেমন মনে করে কোনো পাহাড়ে যে কোনো পথ দিয়ে উপরে যেতে হয় কিন্তু এমন তো হয় না । তোমরা আগে যা কিছু জানতে না, এখন সব জেনে গেছো । কুমারীদের দিয়েই পরমপিতা পরমাত্মা ভীষ্ম পিতামহকে জ্ঞান বাণ নিক্ষেপ করিয়েছিলেন । দুনিয়ার মানুষ এই কথা জানে না । জগদম্বা সরস্বতী তো কুমারী, তাই না । বড় বড় পণ্ডিতরা সরস্বতী পদবী রাখে । বাস্তবে জ্ঞান সাগর থেকে নির্গত হওয়া জ্ঞান সরস্বতী হলেন মাম্মা । বরাবর এখন কন্যাদের মধ্যে অনেক বেশী শক্তি আসে কেননা তারা উল্টো সিঁড়ি চড়ে না । পুরুষ যখন বিয়ে করে তখন বাবা - মা, সকলের থেকে মোহ দূর হয়ে স্ত্রীর প্রতি মোহ চলে যায় এবং স্ত্রীর গোলাম হয়ে যায় । তারপর সন্তানের জন্ম হলে, তার প্রতি মোহ চলে যায় । এখন তোমরা সকলের থেকে নষ্টমোহা হচ্ছো । তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো । আত্মার যোগ হলো বাবার সাথে, যোগ অর্থাৎ স্মরণ । তোমাদের কথাই তো আলাদা । কন্যারা তো পবিত্র হয় । তারা তীর্থ আদি করে না কারণ তারা পবিত্রই থাকে । মানুষ তীর্থে যায় পাপ খন্ডন করার জন্য । তারা মনে করে গঙ্গা হলো পতিত পাবনী । পতিত - পাবন তো একজনই হওয়া উচিত । গঙ্গা পতিত পাবনী হলে তীর্থে যায় কেন ? সেখানে দেখতে যায় । বলা হয় যেখানে তীর মারা হয়েছিলো, সেখান থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছিলো । তারা এই কারণে গোমুখ বানিয়ে রেখেছে

। তাই বাবা বসে বোঝান -- বাচ্চারা, তোমরা হলে আত্মা । নিজেকে আত্মা মনে মনে করে আমাকে স্মরণ করো । তিনি তোমাদের বাবাও আবার সদ্গুরুও । মন্দিরে কৃষ্ণের চরণ দেখানো হয় । শিববাবার তো কোনো চরণ নেই কারণ তাঁর তো কোনো শরীর নেই যে চরণের ধুলো হবে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের শিববাবার চরণের ধুলো হতে হবে না । আমি এসে তোমাদের এই কলিযুগী নিয়ম - কানুন থেকে মুক্ত করি । আমার কোনো চরণ নেই । শিবের তো কোনো শরীর নেই । এ তো ব্রহ্মার শরীর, তাই তোমরা শিববাবাকে কখনো পূজা করতে পারো না । এই ভাগ্যশালী রথে শিব এসেছেন । ভক্তিমার্গে যারা শিবোহম বলে মানুষ তাদের উপর ফুল চড়ায় । এ সকলই হলো ভক্তিমার্গের নিয়ম - রেওয়াজ । মানুষ এর অর্থ কিছুই বোঝে না । তারা বলে স্ত্রীজাতিকে লিঙ্গের পূজা করা উচিত নয় । শিবের অর্থই হলো পরমপিতা পরমাত্মা কল্যাণকারী । বাস্তবে তাঁর পূজাই তো অনেক বেশী হওয়া উচিত । শিব কল্যাণকারী একজনই । তিনিই পতিত থেকে পবিত্র করেন । সকলের কল্যাণ করেন । যাঁরা প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী - নারায়ণ ছিলেন তাঁরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছেন তাই সবাই সেইভাবেই পতিত হয়েছে । সতোপ্রধান থেকে সবাই রজো, তমোতে এসেছে । সবার কল্যাণকারী হলেন এক বাবাই । এই সময় মানুষ সকলেই পতিত হয়ে গেছে । প্রথমে যখন আসে তখন পতিত থাকে না । প্রথমে তো সবাই পবিত্র থাকে । এই বাবা বসে বোঝান -- আমার প্রিয় আদরের সিকিলধে বাচ্চা বা শালগ্রাম, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছো, বাবা এই মুখ দিয়ে কি বলছেন ? আর কেউই তো এমন বলতে পারে না । কোনো সন্ন্যাসীরাই বলতে পারে বা যে, আমরা চির পবিত্র,এই শরীরের দ্বারা তোমাদের আত্মাদের সাথে কথা বলছি । বাবাই এই কথা বলতে পারেন । কেউ কেউ বাবা - বাবা বলে আবার ভষ্মাসুর হয়ে যায় । মায়া যখন থাপ্পড় দিয়ে দেয় তখন নিজেকে ভস্ম করে দেয় । এ তো কাম অগ্নি । বাবা এসে এই ভস্মাসুর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয় । তিনি বোঝান -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমার সন্তান । তোমরা ব্রহ্মাণ্ডে থাকো । সেখানে তোমরা অশরীরী অবস্থায় থাকো, তাই সেখানে কোনো সঙ্কল্প বা বিকল্প চলে না । তারপর তোমরা এই সৃষ্টিতে অভিনয়ের জন্য আসো --- এই নাটকও বানানো আছে । এখন সামনে তোমাদের প্রালব্ধ । এখন তোমরা হলে ত্রিকালদর্শী । এই সংস্কার তোমাদের প্রায় এখানেই লোপ হয়ে যায় । এই জ্ঞান সেখানে থাকে না । যতক্ষণ তোমরা এখানে থাকো, এই জ্ঞান থাকে । মনে করো, কেউ যদি এখান থেকে সংস্কার নিয়ে যায়, সেই সংস্কার আবার ইমার্জ হয়, তখন সেই অনুসারে এই শক্তিসেনাতে আবার আসতে পারে । উদাহরণ হিসাবে যুদ্ধের সংস্কার থাকলে তাকে যেমন মিলিটারীতে নিয়ে নেওয়া হয় । কারোর যদি এখানে আবারও আসতে হয় তাহলে তারা এই সংস্কার নিয়ে যায় এবং সেই সংস্কার অনুসারে সংস্কারী পরিবারে জন্ম হয়, এবং সংস্কারী ছোটো বাচ্চাই আবারএখানে আসে । আবার যখন স্বর্গে নতুন জন্ম নেবে তখন এখানকার সংস্কার সব শেষ হয়ে যাবে । তারপর প্রালব্ধ ভোগ করার জন্য রাজধানীর সংস্কার আসবে । এই সংস্কার মার্জ হয়ে যায় । কোনো কোনো বাচ্চার তো খুব ভালোবাসা থাকে । তখন তারা আত্মা দেখে খুশী হয় । কিন্তু অরগ্যান্স ছোটো হওয়ার কারণে বলতে পারে না । বড় হতে থাকলে এই সংস্কারও ইমার্জ হতে থাকবে । বাবা কতো কথা বুঝিয়ে বলেন ।

পরমপিতা পরমাত্মা পিতাই তো তাই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা অবশ্যই পাওয়া উচিত । তিনিই হলেন স্বর্গের রচয়িতা । তাকে নরকের রচয়িতা বলা হবে না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা বাবার থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি । আগের কল্পেও তা নিয়েছিলাম । এই সময়েই বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের সুখের বর্সা পাওয়া যায় । এ কেবল তোমরাই বলতে পারো । এ হলো সম্পূর্ণ নতুন

কথা । তোমরা মনে করো -- গীতা হলো আমাদের বাবা । বাকি সমস্ত শাস্ত্রই তার ছোটো সন্তান তুল্য । গীতা থেকেই রাজযোগের এবং স্বর্গের রাজত্বের বর্সা পাওয়া যায় । বাকি ছোটো ছোটো সন্তানদের থেকে কিভাবে বর্সা পাওয়া যাবে । তোমরা এখন পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির হতে চলেছো, খুব শীঘ্র তোমাদের জন্য মহল ইত্যাদি তৈরী হবে । তোমাদের হলো সাইলেন্সের শক্তি আর ওদের হলো সাইন্সের শক্তি । তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার থেকে রাজত্ব নাও । তোমরাই এই ভারতের মালিক হও । বিশ্বের রচয়িতা আমাদের বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য পড়াচ্ছেন --- এই কথা সর্বদা বুদ্ধিতে রাখো । এক সেকেণ্ডে যদি জীবনমুক্তি দিতে পারেন তাহলে বাবা এক সেকেণ্ডে এনার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন না কি ? এক সেকেন্ডে আত্মা এখান থেকে লন্ডন - আমেরিকা ইত্যাদি জায়গায় গিয়ে জন্মগ্রহণ করে । আত্মা হলো একদম ফ্লাইং স্কাইড । আত্মা কতো ছোটো স্টার । পুনর্জন্ম তো অবশ্যই তোমরা মানবে । তোমরা কতো পুনর্জন্ম নিয়েছো । ৮৪ জন্মে তো অবশ্যই আসতে হবে, যারা সম্পূর্ণ পতিত শূদ্র বুদ্ধির, তারাও এখানে এসে স্বচ্ছ বুদ্ধির তৈরী হয় । স্বচ্ছ বুদ্ধির সঙ্গ অবশ্যই এমন বানাবে । এখন তোমরা মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়েছো । বাবার যা গুণ তাই তোমরা ধারণ করো । তোমরাও বলো -- মনমনাভব । তখন তোমাদের আত্মাও স্বচ্ছ হয়ে যাবে । বাকি দিব্য দৃষ্টির চাবি তো বাবার কাছে । তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও তাই বাচ্চাদের মাথায়ও মুকুট দেখানো হয় । না হলে ছোটো বাচ্চাদের তো মুকুট হয় না । তারা প্রিন্সই দেখে । মায়েরা সাক্ষাৎকারে দেখে ---- আমরা মহারানী হবো । তোমরা জ্ঞানের সাহায্যে বুঝতে পারো যে, এখনো আমাদের আত্মা পতিত । আমি কার্পেন্টার ---আমি গরীর ----এমন কথা আত্মারাই বলে । এখন তোমরা জানো যে, শিববাবার দ্বারা আমরা দেবতা হচ্ছি । আত্মাই পতিত আবার পবিত্র হয় । এখন আমি আত্মা পতিত তাই এই শরীরও তেমন পতিত । খাদ জমা হয়ে আছে । এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলে বিচার সাগর মন্থন করতে থাকা উচিত । তখন অভ্যাসে পরিণত হবে । বিচার সাগর মন্থন, বাচ্চারা তোমাদেরই করা উচিত ---ঠিক কি আর ভুল কি ।

নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করতে হবে । আমি ব্রাহ্মণ । এই শরীরের দ্বারা আত্মাকেই ডাকে । শরীরকে কেন ডাকে না ? খাওয়ায়ও আত্মাকেই । আচ্ছা, আত্মা কি করে খাবে ? ব্রাহ্মণের শরীরের দ্বারাই তো খাবে, তাই না । স্ত্রী মনে করে তার স্বামীর আত্মাকে ডাকা হয়েছে । কারোর যদি স্ত্রীর প্রতি প্রেম থাকে, যখন তার আত্মাকে ডাকা হয়, তখন মনে করে এখন একে কি উপহার দেবো । তখন তাদের আংটি বা নথ পড়িয়ে দেয় । এ তো আত্মা, শরীর তো আর আসতে পারে না । বাস্তবে আত্মাও আসে না । এ সবই এই ড্রামায় নিহিত আছে । এও এক খেলা । তারা মনে করে অমুকে এসেছে । আমি তাকে খাওয়াই । বড় মানুষদের অনেক ধুমধাম করে খাওয়ানো হয় । এ হলো রীতি রেওয়াজ । বাস্তবে ব্রাহ্মণদের কোনো চাকরী করতে হয় না কিন্তু আজকাল পেটের জন্য সবকিছুই করে । না হলে ব্রাহ্মণরা নিজেকে খুব উঁচু মনে করে কিন্তু তারা হলো কুলজাত ব্রাহ্মণ । তোমরা হলে মুখজাত বংশাবলী ব্রাহ্মণ । তোমাদের অনেক মহিমা । তোমরা এখন তা বুঝেও গেছো । আমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞানকে জানি । এক বাবা ছাড়া আর কাউকেই নলেজফুল বলা যাবে না । যাঁকে মানুষ থেকে দেবতা বানান তাকেও অবশ্যই দত্তক নেওয়ার প্রয়োজন কেননা ইনি হলেন মাতা - পিতা । বাবা এসে এনার দ্বারা তোমাদের রচনা করেন । এই কথা অন্য কেউ মুশকিলের সঙ্গেই বুঝতে পারে । এ কতো আশ্চর্যের কথা । তিনি বলেন, আমি দিন - প্রতিদিন তোমাদের গোপন রহস্যের কথা শোনাই । অন্তিম সময় পর্যন্ত এই জ্ঞান ধারণ করতে হবে । শেষের দিকে গিয়ে তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা হবে । আট জন পাস উইথ অনার হয় । মিলিটারীর কোনো সৈনিক মারা

গেলে তাকে সম্পূর্ণ সম্মান দেওয়া হয় । তোমরা সবাই পুরুষার্থ করছো, এ হলো কর্মাতীত হওয়ার রেস । কারা ভালোভাবে যোগ লাগায় এবং রুদ্র মালায় যায় । মাম্মা – বাবাতো প্রসিদ্ধ কিন্তু তবুও নম্বর অনুসারে । পাস উইথ অনার্স যারা হয় তারা ফুল মার্কস পায় । তারা সাজা ইত্যাদি কিছুই খায় না । তাদের অনেক মান হয় । সবসময় নয় রত্নের গায়ন হয়, আট নয় । চারের জোড়া হয় । বাকি মাঝে হলো এক বাবা । ওরা তো এই অর্থ বুঝতেই পারে না । যারা যেমন রায় দেয় তেমন বানিয়ে দেয় । জৈনরা কতো হঠযোগ করে । তারা মাথার চুল কেটে ফেলে । এ তো হিংসা হয়ে গেলো । এই সন্ন্যাস তো দুঃখ দেয় । তোমাদের তো কিছুই করতে হয় না । তোমাদের তো স্বর্গের লোভ দেখিয়ে বিকারের সন্ন্যাস করাই । এই জ্ঞানও তোমাদের ছাড়া আর কারোর নেই । তোমরা বরাবর ৮৪ জন্মের চক্র লাগিয়েছো । এখন আমরা ঘরে ফিরে যাই । তোমরা যত যোগে থাকবে ততই পবিত্র হতে পারবে । স্মরণে থেকে সার্ভিস করতে থাকলে তারা অনেক বেশী ফল পাবে । বাবা হলেন অতি প্রিয় যাঁর থেকে ২১জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কর্মাতীত হওয়ার রেস করতে হবে । ভালো ফল প্রাপ্ত করার জন্য স্মরণে থেকে সার্ভিস করতে হবে ।

২) স্বচ্ছ বুদ্ধি সম্পন্নদের সঙ্গ করে স্বচ্ছ হতে হবে । বাবার গুণকে স্বয়ং ধারণ করতে হবে । নিজেকে কখনোই শাপগ্রস্ত করো না ।

বরদান :- মালিক হয়ে কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করিয়ে কর্মযোগী, কর্মবন্ধনমুক্ত ভব

ব্রাহ্মণ জীবন কর্মবন্ধনের জীবন নয়, কর্মযোগীর জীবন । কর্মেন্দ্রিয়র মালিক হয়ে যা চাও, যেমন চাও, যত সময় কর্ম করতে চাও --- তেমনই কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম করাতে থাকো তাহলেই ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা হতে পারবে । কর্মবন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে । এই দেহ সেবার কারণে পেয়েছো, কর্মবন্ধনের হিসেব – নিকেশের জীবন সমাপ্ত হয়েছে । পুরানো দেহ আর দেহের দুনিয়ার সম্বন্ধ সমাপ্ত হয়েছে, তাই এই জীবনকে জীবন্মৃত জীবন বলা হয় ।

স্লোগান :- দিলারামের সাথের অনুভব করতে হলে সাক্ষীভাবের স্থিতিতে থাকো ।